◘ শূন্যস্থান পূরণ কর----------//

১. শ্রীকৃষ্ণ —হ্রদে কালীয়কে দমন করেছিলেন।
২. শচীদেবী — বিষবৃৰের মূলে কুঠারাঘাত করেন।
৩. ক্লাসে নরেন্দ্রনাথের আচরণে প্রকাশ পায় —।
৪. জমিদার দুর্গাচরণের অনুসরণে আমরা গুণীর — করব।

উত্তর : (১) কালিন্দী; (২) পণপ্রথার; (৩) সততা ও নির্ভীকতা; (৪) কদর।

◘ ডান পাশ থেকে শব্দ বা বাক্যাংশ নিয়ে বাম পাশের সঙ্গে মিল কর : ----------//

বাম পাশ	ডান পাশ
১. শ্রীকৃষ্ণ	নির্ভীকতা।
২. নিমাইয়ের পাণ্ডিত্য প্রকাশ পায়	নিজের দোষ দেখা।
৩. শাস্তির ভয় না করে সত্য প্রকাশ করাকে বলে	রামপ্রসাদ।
৪. মনোমালিন্য রোধ করার ভালো উপায় আগে	যুক্তিখণ্ডনের দ্বারা।
৫. 'কবিরঞ্জন' উপাধি পেয়েছিলেন	দিব্যজ্ঞানের অধিকারী দুর্গাচরণ।

উত্তর :

১. শ্রীকৃষ্ণ **দিব্যজ্ঞানের অধিকারী।**
২. নিমাইয়ের পাণ্ডিত্য প্রকাশ পায় **যুক্তিখণ্ডনের দ্বারা।**
৩. শাস্তির ভয় না করে সত্য প্রকাশ করাকে বলে **নির্ভীকতা।**
৪. মনোমালিন্য রোধ করার ভালো উপায় আগে **নিজের দোষ দেখা।**
৫. 'কবিরঞ্জন' উপাধি পেয়েছিলেন **রামপ্রসাদ।**

◘ প্রশ্নগুলোর সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও----------//

প্রশ্ন ॥ ১ ॥ গোপেরা গোকুল ছেড়ে বৃন্দাবনে গেল কেন?

উত্তর : কংস কৃষ্ণ ও গোকুলের শিশুদের হত্যা করতে চাইলে শ্রীকৃষ্ণ তাদের রক্ষা করতেন। এতে মথুরার রাজা কংস তাকে হত্যা করতে চেয়েছিল। ব্যর্থ হয়ে সে গোকুলের গোপদের ওপর অনেক অত্যাচার করত। এ অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচতে তারা গোকুল ছেড়ে বৃন্দাবন চলে গেল।

প্রশ্ন ॥ ২ ॥ বৎসাসুর কীভাবে শ্রীকৃষ্ণকে হত্যা করার চেষ্টা করে?

উত্তর : বৎসাসুর ছিলেন রাজা কংসের অনুচর। একদিন শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম এবং অন্য গোপ বালকেরা গরু চরাচ্ছিলেন। তখন সে বাছুররূ পে গরু–বাছুরের সাথে মিশে গিয়ে তাকে মারতে চেয়েছিল। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের সাথে অন্য যারা ছিলেন তারা কেউ বুঝতে না পারলেও শ্রীকৃষ্ণ তাকে ঠিকই চিনলেন। তখন তিনি বাছুররূপী বৎসাসুরের লেজ ও দু'পা ধরে গাছের সাথে জোরে আছাড় মারলেন। বৎসাসুর মারা গেল।

প্রশ্ন ॥ ৩ ॥ কীভাবে কেশব মিশ্রের অহংকারের পতন হয়?

উত্তর : কেশব মিশ্র ছিলেন কাশ্মীরের একজন বিখ্যাত পণ্ডিত। তিনি বিভিন্ন স্থানের পণ্ডিতদের শাস্ত্রবিচারে পরাজিত করে একদিন নবদ্বীপে এসে সগর্বে পণ্ডিতদের প্রতি ঘোষণা করেন, 'হয় তর্ক বিচার করুন, না হয় জয়পত্র লিখে দেন।' নবদ্বীপের পণ্ডিতরা তার পাণ্ডিত্যের কথা জানতেন বলে ভীত হয়ে পড়েন। কিন্তু নিমাই বিনয়ের সাথে এগিয়ে আসেন। তার অনুরোধে কেশব মিশ্র মুখে মুখে শতাধিক শ্লোক রচনা করেন। এরপর নিমাই শ্লোকগুলোতে ভুল ধরিয়ে দেন। কেশব মিশ্র মাথা নত করে নিজের ভুল স্বীকার করেন। এভাবে কেশব মিশ্রের অহংকারের পতন হয়।

প্রশ্ন ॥ ৪ ॥ সমাজের ওপর প্রভু জগদ্বন্ধুর শিক্ষার প্রভাব দৃষ্টান্ত সহকারে বর্ণনা কর।

উত্তর : প্রভু জগদ্বন্ধু সমাজের সকলকে সমান হয়ে চলার শিক্ষা দিয়েছেন। তার এ শিক্ষা সমাজের ওপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। সমাজে সবাই সমান। কেউ উঁচু–নীচু নয়। এ ধরনের অনেক দৃষ্টান্ত প্রভু জগদ্বন্ধু রেখে গেছেন। তার মধ্যে একটি হলো : তখনকার দিনে ফরিদপুরের উপকণ্ঠে সাঁওতাল, বাগদী ও নমঃশূদ্রদের বাস ছিল।
সমাজপতিদের কাছে তারা ছিল ঘৃণার পাত্র। তাদের জন্য প্রভুর মন কেঁদে ওঠে। তিনি একদিন বাগদীদের সর্দার রজনীকে ডেকে এনে বুকে জড়িয়ে ধরেন এবং বলেন, মানুষের মাঝে উঁচু–নীচু কিছু নেই। সবাই সমান।

প্রশ্ন ॥ ৫ ॥ সারদা দেবীর শিক্ষা আমরা কীভাবে বাস্তবে কাজে লাগাতে পারি?

উত্তর : সারদা দেবী ছিলেন একজন মহীয়সী নারী। তিনি জীবনে অনেক শিক্ষামূলক দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। যা আমরা বিভিন্নভাবে বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে পারি। তার কাছ থেকে আমরা অন্যতম প্রধান যে শিক্ষাটা পাই তা হলো ত্যাগ। ত্যাগ ধর্মের একটি অঙ্গ। ত্যাগ না করলে ঈশ্বরের সন্তুষ্টি অর্জন করা যায় না। সারদা দেবীর ত্যাগের কারণেই তার স্বামী গদাধর থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ নামে জগদ্বিখ্যাত হতে পেরেছিলেন। আমরাও তার মতো ত্যাগী হতে পারি। সারদা দেবীর কাছ থেকে আমরা আরেকটা শিক্ষা নিতে পারি তা হলো, সহ্যগুণ। আমরা সহিষ্ণু হলে সমাজে শান্তি বিরাজ করবে। তার মতো আমরা অন্যের দোষ না দেখে নিজের দোষও দেখব। তার মতো জগতের সকলকে ভালোবাসব। এভাবেই আমরা সারদা দেবীর শিক্ষা বাস্তবজীবনে প্রয়োগ করতে পারি।

◘ নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও ---------- //

প্রশ্ন ॥ ১ ॥ শ্রীকৃষ্ণের কালীয় নাগ দমনের শিক্ষা সমাজজীবনে কীভাবে প্রয়োগ করা যায়?

উত্তর : শ্রীকৃষ্ণ কালীয় নাগ দমন করে যে শিক্ষা প্রদান করেন সমাজজীবনে তার প্রয়োগ করা যায় :

১. দুষ্টের দমন করে; ২. অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে; ৩. ক্ষমার আদর্শ গড়ে তুলে; ৪. বিপদাপদে অন্যের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে; ৫. সকলের উপকার করে; ৬. সবক্ষেত্রে সাহস রেখে কাজ করে।

প্রশ্ন ॥ ২ ॥ স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগোতে উপস্থাপিত বক্তৃতার ফলাফল মূল্যায়ন কর।

উত্তর : স্বামী বিবেকানন্দ শিকাগোতে উপস্থাপিত বক্তৃতায় হিন্দুধর্ম সম্পর্কে যে অসাধারণ বক্তৃতা দেন তাতে মুগ্ধ হয়ে বহু দেশ থেকে বহু জাত ও ধর্মের মানুষ তার নিকট উপস্থিত হন। বিভিন্ন জায়গা থেকে আহ্বান আসে বক্তৃতার জন্য। তিনি তখন বিভিন্ন দেশে ঘুরে ঘুরে তার বক্তৃতা দিতে থাকেন। এর ফলে সবাই এ ধর্মের স্বরূ প সম্পর্কে জানতে পারেন। এ ধর্মের সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা পান। অনেকে তার কাছে

এসে দীক্ষা নেন। তারা ধর্মপথে পরিচালিত হন। এভাবে তিনি সব মানুষকে ধর্মপথে ফিরিয়ে আনেন। মুক্তির পথ দেখান। অনেক মানুষ তাদের সত্য পথ খুঁজে পায়। নিজেদের মঙ্গল ঘটাতে সক্ষম হয়। তার বক্তৃতার ফলাফল তাই সুদূরপ্রসারী ও অনেক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

প্রশ্ন ॥ ৩ ॥ 'পৃথিবীর মতো সহ্যগুণ চাই'– বাণীটি উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : 'পৃথিবীর মতো সহ্যগুণ চাই'–এ বাণীটি মা সারদা দেবীর। তিনি এ বাণীটির মধ্য দিয়ে সবাইকে ধৈর্যশীল হওয়ার উপদেশ দেন। তিনি বোঝাতে চান যে, পৃথিবী আমাদের অনেক অত্যাচার নীরবে সহ্য করে। আমাদের এরূ প সহ্যগুণ অনুশীলন করতে হবে। তাহলেই আমরা প্রকৃত মানুষ হতে পারব। মা সারদা দেবীর উপদেশ মানতে পারব। এতে করে সবাই শান্তিতে বসবাস করতে পারব। ঈশ্বর আমাদের কৃপা করবেন। উদাহরণস্বরূ প আমরা তুচ্ছ কারণে অন্যের সাথে ঝগড়া করব না। যে কোনো জটিলতাকে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণের মাধ্যমে মীমাংসা করার চেষ্টা করব। এতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে।

প্রশ্ন ॥ ৪ ॥ কীভাবে রামপ্রসাদের সাধনা সার্থক হয়?

উত্তর : রামপ্রসাদ ছিলেন মা কালী সকনিষ্ঠ ভক্ত। তিনি মাতৃসাধনা করতেন। সবসময় তিনি মা কালী নাম স্মরণ করতেন। তার সাধনা দিন দিন গভীর থেকে গভীরে যেতে লাগল। তার সাধনায় মা তুষ্ট হয়ে তার সামনে ধরা দেন। তিনি তখন মায়ের চরণে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করেন। এভাবেই তার সাধনা সিদ্ধ হয়। রামপ্রসাদ মাতৃসাধনার পথ বেছে নিয়েছিলেন। কারণ তিনি জানতেন মায়ের চেয়ে আপন আর কেউই নেই। মায়ের সাধনা করলে মা অবশ্যই তার ডাকে সাড়া দেবেন। তাকে আপন করে নেবেন।

প্রশ্ন ॥ ৫ ॥ হরিজন সম্প্রদায়ের ব্রজজন হয়ে ওঠার কাহিনীর শিক্ষা ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : হরিজন সম্প্রদায় প্রভু জগদ্বন্ধুর মাহাত্ম্যের কথা শুনতে পেরে তার ভক্ত হয়ে পড়েছিল। তারা প্রভুর নির্দেশমতো সংকীর্তন দলে রূ প নিল। তারা ব্রজজন হয়ে উঠল। এ কাহিনী থেকে আমরা যে শিক্ষা পাই তা হলো : ঈশ্বরের নিকট সবাই সমান। যে ঈশ্বরের নাম স্মরণ করে ঈশ্বর তাকেই কৃপা করেন। তিনি কোনো ভেদাভেদ করেন না। সবাইকে সমান চোখে দেখেন। এ শিক্ষা আমরা আমাদের জীবনেও অনুশীলন করব। কাউকে হেয় করে দেখব না। মানুষের মাঝে ভেদাভেদ করব না। সবাইকে সমানভাবে শ্রদ্ধা করব।

১. নিমাইয়ের পিতার নাম কী?
ক কেশব মিশ্র ● জগন্নাথ মিশ্র গ নীলাম্বর মিশ্র ঘ জগৎ মিশ্র

২. কালীয় দমনের দ্বারা উপকৃত হয় –
ক বলরাম খ শ্রীকৃষ্ণ ● জনগণ ঘ কালিন্দী

৩. আমাদের আচরণ থেকে যে বিষয়গুলো ত্যাগ করা উচিত তা হলো –
i. পরনিন্দা ii. মিথ্যাচার iii. কৃতজ্ঞতাবোধ
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

অনুচ্ছেদটি পড়ে ৪, ৫ ও ৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :
বনশ্রী স্বামীর নির্দেশমতো নিষ্ঠার সাথে ধর্মকর্ম ও সাংসারিক দায়–দায়িত্ব পালন করেন। শত কষ্টের মধ্যেও তিনি হাসিমুখে কর্তব্য করে যান। তাই সকলেই তাঁকে ভালোবাসে।

৪. বনশ্রীর আচরণিক বৈশিষ্ট্যে নিচের কোন মহীয়সী নারীর আদর্শের মিল খুঁজে পাই?
ক মীরাবাঈ ● সারদাদেবী গ শচীদেবী ঘ শ্যামাসুন্দরী

৫. সমাজজীবনে উক্ত মহীয়সী নারীর শিক্ষা হলো –
i. জগৎকে আপনার করতে শেখ, কেউ পর নয়
ii. সাধন ভজন প্রথম জীবনেই করে নেবে
iii. যে সংসারে শান্তি পায় না, সে সংসার ত্যাগ করলেও শান্তি পায় না
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

৬. উক্ত শিক্ষার সাথে বাস্তব জীবনের মিল রয়েছে –
i. দ্বিজেন সমাজের সকলকেই আপন মনে করে।
ii. মালা বাল্যকাল থেকেই নিষ্ঠার সাথে জীবসেবা ও ধর্মকর্ম করে।
iii. সংসারে অশান্তির কারণে কমল সংসার ত্যাগ করল, কিন্তু শান্তি পেল না।
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

পাঠ-১, ২ ও ৩ : শ্রীকৃষ্ণ ■ পৃষ্ঠা ৪৯-৫২

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৭. মথুরার রাজা কে ছিলেন? (জ্ঞান)
ক কৃষ্ণ ● কংস গ সুরথ ঘ দশরথ

৮. গোপরা গোকুল থেকে কোথায় যান? (জ্ঞান)
ক গোবর্ধন খ মথুরা ● বৃন্দাবন ঘ দ্বারকা

৯. অঘাসুর কে? (জ্ঞান)
কংসের ভাই বকাসুরের ভাই বৎসাসুরের ভাই ● পুতনা রাক্ষসীর ভাই

১০. অঘাসুর কী রূপ ধারণ করেছিল? (জ্ঞান)
ক বক খ বাছুর ● অজগর ঘ পাখি

১১. কালীয় কী? (জ্ঞান)
● সাপ খ পাখি গ বক ঘ গরব

১২. কালীয় নাগ কোথায় বাস করত? (জ্ঞান)
ক কালিন্দী তীরে ● কালিন্দী হ্রদে গ কালিন্দী নদীতে ঘ কালিন্দী গ্রামে

১৩. কালীয় নাগের মূল আশ্রয় কোথায় ছিল? (জ্ঞান)
ক কালিন্দী হ্রদ খ যমুনার তীর ● রমণক দ্বীপ ঘ চিত্রকূট পর্বত

১৪. গোপরা কোন পূজার আয়োজন করেছিল? (জ্ঞান)
ক বিষ্ণু খ কৃষ্ণ গ শিব ● ইন্দ্র

১৫. ইন্দ্র কাসের দেবতা? (জ্ঞান)
● বৃষ্টির খ সৃষ্টির গ শক্তির ঘ আলোর

১৬. শ্রীকৃষ্ণের অপর নাম কী? (জ্ঞান)
ক গোকুল খ রাম ● গিরিধারী ঘ বিষ্ণু

১৭. কৃষ্ণ কার অবতাররূপে জন্মগ্রহণ করেন? (জ্ঞান)
ক ব্রহ্মা ● বিষ্ণু গ শিব ঘ ঈশ্বর

১৮. কংস কৃষ্ণকে মারতে চেয়েছিলেন কেন? (অনুধাবন)
● কৃষ্ণের হাতেই তার মৃত্যু তাই খ কৃষ্ণ তার রাজ্য দখল করবে বলে
কৃষ্ণ তার পিতামাতাকে কারামুক্ত করবে বলে যুদ্ধে পরাজিত হয়েছেন বলে

১৯. শ্রীকৃষ্ণ কালীয় নাগের কথা জানতে পারেন কীভাবে? (অনুধাবন)
ক শক্তি বলে খ চোখে দেখে ● দিব্যজ্ঞানে ঘ কথা শুনে

২০. কৃষ্ণ গোপ বালকদের কী ছিলেন? (জ্ঞান)
● দলপতি খ সহপাঠী গ রাজা ঘ খেলার সাথি

২১. মোহন একটি গ্রন্থ পড়ে জানতে পারে যে, কৃষ্ণের নাম গিরিধারী। সে কোন কারণটি জেনেছে? (প্রয়োগ)
ক বৎসরূ পী অসুর বধের জন্য ● গোবর্ধন গিরি ধারণের জন্য
গ গোবর্ধন পূজার জন্য ঘ অঘাসুরকে বধের জন্য

২২. কৃষ্ণ কৈশোরকালে বৎসরূপী অসুর, অজগররূপী অঘাসুরকে বধ করেন। – উক্তিটিতে কৃষ্ণের কোন বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে? (উচ্চতর দক্ষতা)
ক ঐশ্বরিক শক্তি খ কর্তব্য ● সাহস ঘ উপকার

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২৩. রাজা কংস কৃষ্ণকে হত্যা করতে পাঠান– (অনুধাবন)
i. অঘাসুরকে ii. বৎসাসুরকে iii. বলরামকে
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓦ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

২৪. গোকুল ছেড়ে গোপদের সাথে যান– (অনুধাবন)
i. কালীয় ii. বলরাম iii. কৃষ্ণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓦ i ও iii ● ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ২৫ ও ২৬নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
পন্ডিত মহাশয় একজন মনীষীর কথা উলেৱখ করে বলেন, কৈশোরকালে তিনি অনেক অসুর বধ করে সাহসিকতার পরিচয় দেন এবং বিপদের হাত থেকে গোপ বালকসহ নিজেকে রৰা করেন।

২৫. পন্ডিত মহাশয়ের বক্তব্যে কার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে? (প্রয়োগ)
ⓚ ব্রহ্মা ⓦ সুদাম ⓖ শিব ● কৃষ্ণ

২৬. উদ্দীপকের মনীষী গোপ বালকদের রক্ষা করার মাধ্যমে ফুটে উঠেছে– (উচ্চতর দৰতা)
i. অসুর বধের ii. সাহসের iii. অসুরদের ভয় দেখিয়ে
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓦ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

পাঠ-৪, ৫ ও ৬ : শ্রীচৈতন্য ■ পৃষ্ঠা ৫২-৫৪

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২৭. শ্রীচৈতন্যদেব কোথায় জন্মগ্রহণ করেন? (জ্ঞান)
● নবদ্বীপে ⓦ বৃন্দাবনে ⓖ জয়রামবাটিতে ⓘ শ্রীহট্টে

২৮. শ্রীচৈতন্য কখন জন্মগ্রহণ করেন? (জ্ঞান)
ⓚ ১৪৮৪ খ্রিষ্টাব্দে ১৬ ফেব্রুবয়ারি ⓦ ১৪৮৫ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ ফেব্রুবয়ারি
● ১৪৮৬ খ্রিষ্টাব্দে ১৮ ফেব্রুবয়ারি ⓘ ১৪৮৭ খ্রিষ্টাব্দে ১৯ ফেব্রুবয়ারি

২৯. নিমাই কার নিকট থেকে কৃষ্ণনামে দীক্ষা নেন? (জ্ঞান)
ⓚ কেশব মিশ্র ⓦ বলরভাচার্য ● ঈশ্বরপুরী ⓘ সনাতন পন্ডিত

৩০. নিমাই কার নিকট থেকে সন্ন্যাস ধর্মে দীক্ষা নেন? (জ্ঞান)
● কেশব ভারতী ⓦ কেশব মিশ্র ⓖ ঈশ্বরপুরী ⓘ সনাতন পন্ডিত

৩১. নিমাই কত সালে জগন্নাথ দেবের মন্দিরে প্রবেশ করেন? (জ্ঞান)
ⓚ ১৪৯৯ ● ১৫৩৩ ⓖ ১৫৬৩ ⓘ ১৫৮৩

৩২. নিমাই কী প্রচার করেন? (জ্ঞান)
ⓚ জীবসেবা ⓦ নামভক্তি ⓖ সন্ন্যাস ধর্ম ● প্রেমভক্তি

৩৩. নিমাই কেশব মিশ্রকে পরাজিত করেন কীভাবে? (জ্ঞান)
ⓚ নতুন শেৱাক গেঁথে ⓦ গঙ্গাস্তোত্র রচনা করে
● শেৱাকের ভুল ধরিয়ে দিয়ে ⓘ তর্ক করে

৩৪. নিমাই জগাই–মাধাইকে আপন করে নেন কীভাবে? (অনুধাবন)
● প্রেমভক্তি দিয়ে ⓦ জ্ঞান দিয়ে ভেদাভেদ না মেনে ⓘ সেবা দিয়ে

৩৫. জগন্নাথ মিশ্র নবদ্বীপ গিয়েছিলেন কেন? (অনুধাবন)
ⓚ আশ্রয়ের জন্য ● বিদ্যাশিৰার জন্য ⓖ ভ্রমণের জন্য ⓘ বসবাসের জন্য

৩৬. শূদ্র ও চন্ডালদের ঘৃণা করা হতো কেন? (অনুধাবন)
● বর্ণভেদের জন্য ⓦ শিৰার জন্য
ⓖ জ্ঞান না থাকার জন্য ⓘ নিচু কাজ করার জন্য

৩৭. শ্রীচৈতন্য বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়ান কেন? (অনুধাবন)
ⓚ আশ্রয়ের জন্য ● প্রেমভক্তি প্রচারের জন্য
ⓖ শিষ্য সংগ্রহের জন্য ⓘ হানাহানি দূর করার জন্য

৩৮. শ্রীচৈতন্যদেবের বাল্যনাম কী ছিল? (জ্ঞান)
ⓚ বিশ্বরূ প ⓦ জগাই ⓖ মাধাই ● নিমাই

৩৯. নিমাইয়ের স্ত্রীর নাম কী ছিল? (জ্ঞান)
ⓚ শচীদেবী ● লক্ষ্মীদেবী ⓖ বিষ্ণুদেবী ⓘ প্রিয়াদেবী

৪০. স্বপন বাবার নিকট জেনেছে, শূদ্র ও চন্ডালদের ঘৃণা করার পেছনে একটি কারণ ছিল। সেটি কী? (প্রয়োগ)
তাদের কাজ ঘৃণ্য ● বর্ণভেদ প্রথা ⓖ ভক্তি ছিল না ⓘ কৃষ্ণ নাম

৪১. রঘুনাথ অল্পকালের মধ্যেই সব বিষয়ে পান্ডিত্য অর্জন করেন। তার সাথে কার সাদৃশ্য রয়েছে? (প্রয়োগ)
● বালক নিমাইয়ের শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীরামচন্দ্রের শ্রীকৃষ্ণের

৪২. 'যেই ভজে, সেই বড়, অভক্ত হীন ছাড়। কৃষ্ণ ভজনে নাহি জাতি কুলাদি বিচার' –উক্তিটির সারমর্ম কী? (উচ্চতর দক্ষতা)
ⓚ জাতিভেদ ⓦ বর্ণভেদ ● প্রেমভক্তি ⓘ অস্পৃশ্যতা

৪৩. 'শ্রীচৈতন্য প্রেমভক্তি দিয়ে সবাইকে আপন করেছেন।' উক্তিটিতে কোন বিষয়টি ফুটে উঠেছে? (উচ্চতর দক্ষতা)
ⓚ নাম প্রচার নামের মাহাত্ম্য ● বর্ণভেদ দূর ⓘ ধর্মপালন

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৪৪. শ্রীচৈতন্য কৃষ্ণনামে উন্মাদ থাকতেন– (অনুধাবন)
i. নীলাচলে থাকাকালে ii. পুরীতে থাকাকালে
iii. কাশীতে থাকাকালে
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ⓦ ii ⓖ iii ⓘ i ও iii

৪৫. শ্রীচৈতন্যের পার্ষদ ছিলেন– (অনুধাবন)
i. নিত্যানন্দ ii. শ্রীবাস iii. গদাধর
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓦ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

৪৬. সবাইকে কৃষ্ণ জ্ঞানে সমানভাবে দেখতে হবে। উক্তিটিতে বোঝানো হয়েছে– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. ঈশ্বরের চোখে সবাই সমান ii. ভেদাভেদ করা যাবে না
iii. বিনয়ী থাকতে হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓦ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৪৭ ও ৪৮নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
রাজেশ্বর ধার্মিক মানুষ। তিনি ঈশ্বরের নাম প্রচারের মধ্য দিয়েই জীবনের সার্থকতা খুঁজে পান। তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আদর্শ অনুসরণ করেই নাম প্রচারে নেমেছেন।

৪৭. রাজেশ্বরের জীবনে সার্থকতা আসার পেছনে যৌক্তিক কারণ কোনটি? (প্রয়োগ)
● নামভক্তি প্রচার ⓦ ধর্ম পালনর
ⓖ মহাপুরবষদের আদর্শ অনুসরণ ⓘ আচার পালন

৪৮. রাজেশ্বরের মধ্যে উক্ত মহাপুরুষের যে দিক পরিলক্ষিত হয়– (উচ্চতর দৰতা)
i. সংসার ত্যাগের ii. ধর্ম পালনের iii. নামভক্তি প্রচারের
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓦ ii ও iii ● iii ⓘ i, ii ও iii

পাঠ-৭, ৮ ও ৯ : সাধক রামপ্রসাদ ■ পৃষ্ঠা-৫৪-৫৬

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৪৯. রামপ্রসাদ কত খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন? (জ্ঞান)
ⓚ ১৭১৯ ● ১৭২০ ⓖ ১৭২১ ⓘ ১৭২২

৫০. অর্থোপার্জনের জন্য রামপ্রসাদ কোথায় যান? (জ্ঞান)
ⓚ দিলিরতে ⓦ পুরীতে ● কোলকাতায় ⓘ কাশীতে

৫১. রামপ্রসাদ কী নামে কাব্য রচনা করেন? (জ্ঞান)
● বিদ্যাসুন্দর ⓦ অনিন্দ্যসুন্দর ⓖ অনন্যকাব্য ⓘ মঙ্গালকাব্য

৫২. মহারাজা রামপ্রসাদকে কী উপাধিতে ভূষিত করেন? (জ্ঞান)
ⓚ রায়গুণাকর ● কবিরঞ্জন ⓖ কবিকঙ্কণ ⓘ নাইট

৫৩. পৃথিবীতে কে সবচেয়ে আপন? (জ্ঞান)
● মা ⓦ বাবা ⓖ ভাই ⓘ বোন

৫৪. রামপ্রসাদ কত খ্রিষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন? (জ্ঞান)
ⓚ ১৭৬৫ ⓦ ১৭৭৫ ⓖ ১৭৮০ ● ১৭৮৫

৫৫. শ্যামা মা রামপসাদের নিকট কারূপে ধরা দিয়েছিলেন? (অনুধাবন)
● মা রূ পে ⓦ দেবী রূ পে ⓖ বোনরূ পে ⓘ পাখিরূ পে

৫৬. রামপ্রসাদ ও দেবী কালীর মধ্যে সম্বন্ধ কেমন ছিল? (অনুধাবন)
● মা–সন্তানে ⓖ কন্যা–পিতার | ঈশ্বর–উপসনাকের | দেবী–পূজারির

৫৭. রামপ্রসাদের ধ্যান–জ্ঞান ছিলেন কে? (অনুধাবন)
ⓚ কৃষ্ণ ⓛ হরি ● শ্যামা মা ⓜ ব্রহ্মা

৫৮. কোলকাতার জমিদার কে ছিলেন? (অনুধাবন)
ⓚ বিষ্ণুচরণ মিত্র ● দুর্গাচরণ মিত্র ⓜ কৃষ্ণচন্দ্র রায় ⓝ রামাইচরণ

৫৯. রামপ্রসাদের স্ত্রীর নাম কী? (অনুধাবন)
ⓚ শচী দেবী ⓛ গীতা দেবী ⓜ সতী দেবী ● শর্বানী দেবী

৬০. রামপ্রসাদ কেমন সাধক ছিলেন? (অনুধাবন)
● মাতৃসাধক ⓛ কৃষ্ণ সাধক ⓜ বৈষ্ণব ⓝ শৈশব সাধক

৬১. মহারাজা রামপ্রসাদকে রাজকবি হওয়ার অনুরোধ করেন। এর পেছনে কোন ধরনের কারণ রয়েছে? (প্রয়োগ)
ⓚ ভালো কবিতা লেখেন বলে
● তার রচিত শ্যামাসংগীত শুনে মুগ্ধ হন বলে
ⓜ সভাকবি তাকে অনুরোধ করেন বলে
ⓝ রামপ্রসাদ নিজে কবি হতে চেয়েছিলেন বলে

৬২. 'চারদিক আলোকিত করে শ্যামা মা তার সামনে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর সাধনা সিদ্ধ হলো।' –উক্তিটিতে তার কোন বৈশিষ্ট্যটি পরিলক্ষিত হয়? (উচ্চতর দক্ষতা)
| সততা | মায়ের সাধনা | ত্যাগ ● একনিষ্ঠ ভক্তি

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৬৩. রামপ্রসাদের গানগুলো পরিচিত হয়– (অনুধাবন)
i. শ্যামাসংগীত হিসেবে ii. রামপ্রসাদী গান হিসেবে
iii. ভক্তিমূলক সংগীত হিসেবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ ii ও iii ● iii ⓝ i, ii ও iii

৬৪. পলাশ কালী মায়ের ভক্ত। তার সাথে সাদৃশ্য আছে– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. রামপ্রসাদের মাতৃসাধনা ii. শ্যামাসংগীত রচনা
iii. মাতৃরূ পে ঈশ্বরের সান্নিধ্য কামনা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii ⓜ ii ও iii ● i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৬৫ ও ৬৬নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
রতন কালী মায়ের সাধক। তিনি দিনরাত মাকেই স্মরণ করেন। রতনের এ কাজের সাথে একজন মহাপুরবষের মিল রয়েছে।

৬৫. রতনের কাজের সাথে কোন মহাপুরুষের মিল রয়েছে? (প্রয়োগ)
ⓚ প্রভু জগদ্বন্ধু ⓛ স্বামী বিবেকানন্দ ● রামপ্রসাদ ⓝ শ্রী অরবিন্দ

৬৬. রতন ও রামপ্রসাদের কাজের মধ্যে সাদৃশ্য রয়েছে– (প্রয়োগ)
i. উভয়ই মাতৃসাধক ii. একনিষ্ঠতা
iii. উভয়ে একই গ্রামের অধিবাসী
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ⓛ ii ⓜ iii ⓝ i, ii ও iii

পাঠ-১০, ১১ ও ১২ : সারদা দেবী ■ পৃষ্ঠা ৫৬-৫৮

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৬৭. সারদা দেবী কোথায় জন্মগ্রহণ করেন? (জ্ঞান)
● জয়রামবাটী গ্রামে ⓛ শ্রীহট্টে ⓜ নবদ্বীপে ⓝ কলকাতায়

৬৮. কার সাথে সারদা দেবীর বিয়ে হয়? (জ্ঞান)
ⓚ ক্ষুদিরাম ⓛ নিমাই ● গদাধর ⓝ রামাই

৬৯. স্বামী–স্ত্রী মিলে কার সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন? (জ্ঞান)
ⓚ মা কালীর ● ঈশ্বরের ⓜ বিষ্ণুর ⓝ শ্রীকৃষ্ণের

৭০. সারদা দেবী কী নামে পরিচিত হন? (জ্ঞান)
ⓚ দেবী মা ⓛ শ্রীদেবী ⓜ লক্ষ্মীদেবী ● শ্রীমা

৭১. সারদা দেবী কত সালে দেহত্যাগ করেন? (জ্ঞান)
ⓚ ১২৯৩ সালের ৩১ শ্রাবণ ⓛ ১৩০৪ সালের ২ শ্রাবণ
● ১৩২৭ সালের ৪ শ্রাবণ ⓝ ১৩৩৭ সালের ৬ শ্রাবণ

৭২. সারদা দেবীকে কোথায় সৎকার করা হয়? (জ্ঞান)
ⓚ দৰিণেশ্বরে ● বেলুড় মঠে ⓜ মাতৃপীঠে ⓝ জয়রামবাটীতে

৭৩. সারদা দেবীর জীবন থেকে আমরা কী শিক্ষা পাই? (অনুধাবন)
● মাতৃসাধনা ⓛ সন্তানবাৎসল্য ⓜ স্বামীসেবা ⓝ ত্যাগ

৭৪. রামকৃষ্ণের মৃত্যুর পর সারদা দেবীর মন অনেকটা শান্ত হয় কীভাবে? (প্রয়োগ)
ⓚ গান গেয়ে ⓛ মায়ের ভজনা করে
ⓜ কৃষ্ণনাম করে ● তীর্থ ভ্রমণ করে

৭৫. সাধক গদাধর কী নামে পরিচিত হন? (জ্ঞান)
ⓚ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ⓛ মাতৃসাধক রামপ্রসাদ
ⓜ জগদ্বন্ধু ● শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব

৭৬. স্বামীর সেবাযত্নে মন ঢেলে দিলেন সারদা দেবী। এর পেছনে কোন ধরনের কারণ রয়েছে? (প্রয়োগ)
● সাধনার যেন বিঘ্ন না ঘটে ⓛ উপদেশ শুনে
ⓜ স্বামীসেবা কর্তব্য বলে ⓝ মনে শান্তি পাওয়ার আশায়

৭৭. 'পৃথিবীর মতো সহ্য গুণ চাই।' –এর মর্মার্থ কী? (উচ্চতর দক্ষতা)
ⓚ পৃথিবীর সহ্যশক্তি ⓛ স্বাভাবিকতা
ⓜ জগৎকে উপলব্ধি ● ধৈর্যের পরীৰা

৭৮. সাধনার পথে যাত্রা শুরু হলো।–এ কথাটি দ্বারা কী প্রকাশ পেয়েছে? (অনুধাবন)
● জীবনের সূচনা ⓛ জীবনের শেষ ⓜ জগৎ উপলব্ধি ⓝ জীবনের পূর্ণতা

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৭৯. সারদা দেবীর উপদেশ– (অনুধাবন)
i. পৃথিবীর মতো সহ্যগুণ চাই ii. কালীই ব্রহ্ম
iii. জগৎকে আপনার করে নিতে শেখ
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ● i ও iii ⓜ ii ও iii ⓝ i, ii ও iii

৮০. সারদা দেবীর মা– (অনুধাবন)
i. শ্যামাসুন্দরী ii. তার নাম রাখেন ৰেমাঙ্করী iii. সতীদেবী
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓛ i ও iii ⓜ ii ও iii ⓝ i, ii ও iii

৮১. পৃথিবীর মতো সহ্যগুণ চাই। উক্তিটিতে প্রকাশ পেয়েছে–(উচ্চতর দক্ষতা)
i. সাধন ভজন করা
ii. মানুষেরও পৃথিবীর মতো সব সহ্য করতে হবে
iii. অন্যের দোষ দেখা যাবে না
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii ● ii ও iii ⓝ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৮২ ও ৮৩নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
ৰেমাঙ্করী স্বামীর উপদেশ শুনে সাধনায় মগ্ন হন। সিদ্ধিলাভ করে তিনি বিশ্ব পরিচিতি লাভ করেন।

৮২. স্বামীর উপদেশে ক্ষেমাঙ্করী কী হলো? (অনুধাবন)
ⓚ জীবন পাল্টে গেল ● অন্তর স্পর্শ করল
ⓜ কৃপা লাভ করলেন ⓝ তীর্থ যাত্রা করলেন

৮৩. ক্ষেমাঙ্করী যে নামে বিশ্ব পরিচিতি লাভ করেন– (অনুধাবন)
i. দেবী ii. সারদা দেবী iii. শ্রীমা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii ● ii ও iii ⓝ i, ii ও iii

পাঠ-১৩, ১৪, ১৫ ও ১৬ : স্বামী বিবেকানন্দ ■ পৃষ্ঠা ৫৮-৬১

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৮৪. স্বামী বিবেকানন্দ কোথায় জন্মগ্রহণ করেন? (জ্ঞান)
● কোলকাতায় ⓛ নবদ্বীপে ⓜ শ্রীহট্টে ⓝ জয়রামবাটীতে

৮৫. স্বামী বিবেকানন্দ কত খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন? (জ্ঞান)

ক ১৮৩৩ খ্রিষ্টাব্দের ১০ জানুয়ারি খ ১৮৫৩ খ্রিষ্টাব্দের ১১ জানুয়ারি
● ১৮৬৩ খ্রিষ্টাব্দের ১২ জানুয়ারি ঘ ১৮৮৩ খ্রিষ্টাব্দের ১৩ জানুয়ারি

৮৬. বিবেকানন্দের প্রকৃত নাম কী? (জ্ঞান)
ক নিমাই ● নরেন্দ্রনাথ গ বিশ্বনাথ ঘ বিশ্বেশ্বর

৮৭. বিবেকানন্দের ডাকনাম কী ছিল? (জ্ঞান)
ক বিনয় খ তনয় গ প্রলয় ● বিলে

৮৮. নরেন্দ্রের কার সাথে দেখা হয়? (জ্ঞান)
ক শ্রীচৈতন্যদেবের ● শ্রীরামকৃষ্ণের গ শ্রীরামচন্দ্রের ঘ রামপ্রসাদের

৮৯. রামকৃষ্ণ মঠ কী নামে পরিচিত? (জ্ঞান)
ক আদর্শ মঠ খ কৃষ্ণ মঠ গ মাতৃপীঠ ● বেলুড় মঠ

৯০. কীভাবে বিবেকানন্দের নাম 'বিবেকানন্দ' হয়? (অনুধাবন)
● গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী হয়ে খ নাম পরিবর্তন করে
গ কৃষ্ণনাম করে ঘ মায়ের ভজনা করে

৯১. বিবেকানন্দ কেন বেরিয়ে পড়লেন দেশের পথে পথে? (অনুধাবন)
ক দরিদ্রতার কারণে খ দেশকে স্বাধীন করতে
● মানুষের অবস্থা বুঝতে ঘ মানুষকে পথ দেখাতে

৯২. 'তাঁর বক্তৃতা শুনে মানুষ হিন্দুধর্ম ও দর্শন সম্পর্কে নতুন করে জেনেছে। অনেকে তাঁর পরম ভক্ত হয়ে যান।' –উক্তিটিতে নিচের কোনটি সমর্থন করেছে? (উচ্চতর দৰতা)
ক জীবনাচরণ ● আদর্শ গ ধর্মপ্রচার ঘ দীৰা দান

৯৩. "নদীসমূহ যেমন এক সাগরে গিয়ে মিলিত হয়, তেমনি সব ধর্মেরই লক্ষ্য এক।"–উক্তিটির মর্মার্থ কী? (উচ্চতর দক্ষতা)
● ঈশ্বরলাভ খ মুক্তিলাভ গ ঈশ্বরদর্শন ঘ পুণ্যলাভ

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৯৪. সব ধর্মের ভিত্তি হলো– (অনুধাবন)
i. সত্য ii. সৎ হওয়া iii. ঈশ্বরলাভ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ● ii গ iii ঘ i, ii ও iii

৯৫. স্বামী বিবেকানন্দের বিশ্বাস– (অনুধাবন)
i. পরোপকারই ধর্ম, পরোপকারই পান
ii. আত্মবিশ্বাস ও ঈশ্বরে বিশ্বাস–উন্নতির উপায়
iii. ঈশ্বরজ্ঞানে জীবসেবা করতে হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii ● iii ঘ i, ii ও iii

৯৬. ঈশ্বর জ্ঞানে তাঁর সৃষ্ট জীবের সেবা করতে হবে। উক্তিটিতে বোঝানো হয়েছে— (উচ্চতর দক্ষতা)
i. জীবসেবাই ঈশ্বর সেবা ii. জীবের মাঝে ঈশ্বরের অবস্থান
iii. মানুষের দারিদ্র্য ঘোচানো
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৯৭ ও ৯৮নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
বিবেকানন্দের শিৰা হলো–পৃথিবীর সকল মানুষ এক জাতি। ধর্ম পৃথক হলেও তাদের ভিত্তি এক–সত্য।

৯৭. বিবেকানন্দের মতে সব ধর্মের ভিত্তি কি? (প্রয়োগ)
ক মানুষ ● সত্য গ বর্ণভেদ ঘ ধর্মাচরণ

৯৮. বিবেকানন্দের শিক্ষা হলো– (উচ্চতর দৰতা)
i. সকল মানুষ এক জাতি ii. সকল ধর্মের ভিত্তি সত্য
iii. ধর্মচর্চার আগে দারিদ্র্য দূরীকরণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

পাঠ-১৭, ১৮, ১৯ ও ২০ : প্রভু জগদ্বন্ধু ■ পৃষ্ঠা ৬১-৬৩

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৯৯. প্রভু জগদ্বন্ধু কত খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন? (জ্ঞান)
ক ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দের ১০ মে ● ১৮৭১ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ মে
গ ১৮৮১ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ মে ঘ ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দের ১০ মে

১০০. পান্ডিত্যের জন্য দীননাথ কী উপাধি পেয়েছিলেন? (জ্ঞান)
ক কবিকঙ্কণ খ কবিরঞ্জন গ ভারতরত্ন ● ন্যায়রত্ন

১০১. জগদ্বন্ধু বাকসিন্ধ মহাপুরুষকে কী বলে ডাকতেন? (জ্ঞান)
ক ৰ্যাপা বাবা ● বুড়ো শিব গ বুড়ো বাবা ঘ ৰ্যাপা শিব

১০২. জগদ্বন্ধুর প্রকৃত নাম কী ছিল? (জ্ঞান)
ক জীবন খ বিজয় গ জগন্নাথ ● জগৎ

১০৩. শ্রীঅঙ্গন কোথায় প্রতিষ্ঠিত হয়? (জ্ঞান)
● ফরিদপুরে খ কুমিলৱায় গ বরিশালে ঘ চট্টগ্রামে

১০৪. মহানাম সম্প্রদায় গড়ে ওঠে কাসের মধ্য দিয়ে? (অনুধাবন)
ক হরিনাম জপের মধ্য দিয়ে
খ নতুন সম্প্রদায়ের নামকরণের মধ্য দিয়ে
গ নাম প্রচারের মধ্য দিয়ে
● হরিনাম কীর্তনের মধ্য দিয়ে

১০৫. জগদ্বন্ধুর পড়াশুনা বেশি দূর এগোয়নি কেন? (অনুধাবন)
● গৌরাঙ্গভাবে ভাবিত হওয়ার জন্য খ ইচ্ছা ছিল না তাই
গ অর্থের অভাবে ঘ ধর্মপ্রচার করার জন্য

১০৬. প্রভুর অনুরক্ত ভক্ত কে? (জ্ঞান)
ক নিত্যানন্দ ● শ্রীপাদ মহেন্দ্রজী গ মুকুন্দরাম ঘ গদাধর

১০৭. জগদ্বন্ধু বাবা–মায়ের কততম সন্তান? (জ্ঞান)
ক প্রথম খ দ্বিতীয় ● তৃতীয় ঘ চতুর্থ

১০৮. জগদ্বন্ধুর পিতার নাম কী? (জ্ঞান)
● দীননাথ চক্রবর্তী | মুকুন্দ চক্রবর্তী গ কেশব মিশ্র ঘ জগন্নাথ মিশ্র

১০৯. বিবেক বাবু শ্রীঅঙ্গন প্রতিষ্ঠা করতে চান। কোন কারণে তিনি এ কাজটি করতে চান বলে তুমি মনে কর? (প্রয়োগ)
ক ধর্ম প্রতিষ্ঠা খ মন্দির স্থাপন ● প্রভুর লীলা প্রকাশ ঘ নাম প্রচার

১১০. নাচু জাতি বলে গণ্য ডোমেরা প্রভুর প্রেরণায় উজ্জীবিত হলো।– উক্তিটিতে কী প্রকাশ পেয়েছে? (উচ্চতর দক্ষতা)
ক প্রভুর নাম কীর্তনের মহিমা ● প্রভুর কাছে উঁচু–নীচু সবাই সমান
গ নীচ জাতি সভ্য জাতি ঘ আলাদা জাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১১১. প্রভু জগদ্বন্ধু রচনা করেন– (প্রয়োগ)
i. শ্রীশ্রীহরিকথা ii. চন্দ্রপাত iii. ত্রিকাল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১১২ ও ১১৩নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
জগন্নাথ নিচু জাতির ছিলেন। তিনি এই নিয়ে মনোকষ্টে ভুগতেন। তিনি একদিন প্রভুর কথা শুনে তার আদর্শ অনুসরণ করে হরিনামে মেতে উঠলেন। প্রভুর নামে জাতিভেদের কথা ভুলে গেলেন।

১১২. জগন্নাথ কোন প্রভুর কথা, আদর্শ অনুসরণ করেন কে? (প্রয়োগ)
স্বামী বিবেকানন্দ খ রামপ্রসাদ ● প্রভু জগদ্বন্ধু ঘ শ্রীরামকৃষ্ণ

১১৩. জাতিভেদ দূর করার সবচেয়ে যৌক্তিক কারণ– (উচ্চতর দৰতা)
i. সকল মানুষ সমান ii. সকল মানুষই ঈশ্বরের সন্তান
iii. মানুষের কোনো উঁচু–নিচু নেই
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

প্রশ্ন –১ ▸ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

অধ্যাপিকা চিত্রলেখা কৃষ্ণভক্ত, অত্যন্ত মেধাবী ও অমায়িক। তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে অধ্যাপনা করার পাশাপাশি মানুষের জাগতিক ও আত্মিক উন্নয়নমূলক গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি তাঁর সন্তানের বিয়ে অন্য বর্ণে সম্পন্ন করেছেন। তিনি সবসময় মানুষের ও সমাজের উন্নতির কথা ভাবেন। উদারতা ও ভালোবাসা দিয়ে সবাইকে হাসিমুখে জয় করেন। তাঁর এই নিরহংকার আদর্শ সকলকে আকৃষ্ট করে। যেকোনো বাধাবিপত্তি আসলেও তিনি তা হাসিমুখে জয় করেন।

ক. মহাপুরবষ কাকে বলে?

খ. 'কৃষ্ণভজনে নাহি জাতি কুলাদি বিচার'–বাণীটির অর্থ বুঝিয়ে লেখ।

গ. শ্রীচৈতন্যের আদর্শের কোন দিকটি অধ্যাপিকা চিত্রলেখার আচরণে প্রতিফলিত হয়েছে, ব্যাখ্যা কর।

ঘ. নিরহংকার আদর্শ সবাইকে আকৃষ্ট করে–উদ্দীপক ও শ্রীচৈতন্যের দৃষ্টান্তের আলোকে উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

▸◂ ১নং প্রশ্নের উত্তর ▸◂

ক. যে ব্যক্তি নিজের সুখের কথা চিন্তা না করে অন্যের সুখের জন্য চিন্তা করেন এবং অন্যের মঙ্গল সাধন করেন তাকে মহাপুরুষ বলে।

খ. কৃষ্ণভজনে নাহি জাতি কুলাদি বিচার এ বাণীটির অর্থ হলো : ঈশ্বরের চোখে সকলেই সমান।

ঈশ্বরের কাছে কোনো উঁচু–নিচু কিংবা ব্রাহ্মণ–চণ্ডাল ভেদ নেই। যে সাধন ভজন করে। সে বড় হোক, না সে চণ্ডাল কিংবা শূদ্র। এমনকি খ্রিস্টান বা মুসলমান। প্রেমভক্তিই বড় কথা, প্রেমভক্তিই মানুষকে বড় করে।

গ. শ্রীচৈতন্যের আদর্শের নিরহংকারের দিকটি অধ্যাপিকা চিত্রলেখার আচরণে প্রতিফলিত হয়েছে।

আমরা জানি, শ্রীচৈতন্য পন্ডিত কেশব মিশ্রকে পান্ডিত্যে পরাজিত করেন। এ ঘটনার পর নবদ্বীপে তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। হিন্দু সমাজে তার সময় বর্ণভেদ ও অস্পৃশ্যতা প্রবলভাবে বিদ্যমান ছিল।শূদ্র ও চণ্ডালদের সবাই ঘৃণা করত। কিন্তু শ্রীচৈতন্য সব জাতিকে একই সারিতে দাঁড় করিয়ে সব ভেদাভেদ মিটিয়ে দেন। যাতে কোনো মানুষ কোনো মানুষের উপর জাতির অহংকার করতে না পারে।

উদ্দীপকেও দেখা যায় যে, অধ্যাপিকা চিত্রলেখা কখনো কারো সাথে অহংকার করেন না। নিজের পান্ডিত্যের বড়াই করেন না। তিনি মনের দিকে অনেক উদার। সকলকে তিনি ভালোবাসেন। যে কাউকে তিনি তার ভালোবাসা দিয়ে মুগ্ধ করেন। তাই বলা যায় যে, শ্রীচৈতন্যের আদর্শের নিরহংকারের দিকটি অধ্যাপিকা চিত্রলেখার আচরণে প্রতিফলিত হয়েছে

ঘ. নিরহংকার ব্যক্তিকে সবাই পছন্দ করে।

কারণ, এ গুণটি সবাইকে আকৃষ্ট করে। শ্রীচৈতন্য বিখ্যাত পন্ডিত হয়েও কারো সাথে অহংকার করতেন না। সবাইকে সমান চোখে দেখতেন। উদ্দীপকের চিত্রলেখাও তেমনি উদার। এ কারণে সকলে তাদের প্রতি আকৃষ্ট ছিল। তাদেরকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করত।

শ্রীচৈতন্যের জীবনী থেকে আমরা যে শিৰা পাই তা হলো– বিনয়ী হতে হবে, অহংকার করা যাবে না। ভালো আচরণের মাধ্যমে খারাপ আচরণকে জয় করতে হবে। সবাইকে কৃষ্ণজ্ঞানে সম্মান দিয়ে শান্তিপূর্ণ সুন্দর সমাজ গঠনের লৰ্যে কাজ করতে হবে। আবার চিত্রলেখার এ গুণের কারণে সকলে তাকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করে। তাই বলা যায় যে, নিরহংকার আদর্শ সবাইকে আকৃষ্ট করে।

প্রশ্ন –২ ▸ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

অনিমেষ একজন উদ্যমী ও প্রাণবন্ত যুবক। পাড়ার অন্য ছেলেদের নিয়ে একটি সমিতি গড়ে নানা প্রকার সমাজসেবামূলক কাজ করে। গ্রামের লোকের অর্থসংস্থানের জন্য তারা একটি কুটিরশিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে। গ্রামে শিৰাবিস্তারের জন্য ছোটদের পাঠশালা ও বয়স্ক শিৰাকেন্দ্রও গড়ে তোলে। মানুষের বিপদে–আপদেও নানারকম সাহায্য–সহযোগিতা করে। এছাড়া মানুষের মানসিক ও আত্মিক উন্নয়নের জন্য সন্ধ্যার পর কাজের অবসরে ছেলেদের নিয়ে গ্রামে নামসংকীর্তন ও ধর্মসভার আয়োজন করে। এভাবে অনিমেষ ও তার সমিতির নাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। অনিমেষ তৃপ্ত এই ভেবে যে, সৎচিন্তা ও কাজের মাধ্যমে পাড়ার মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করতে পেরেছে।

ক. স্বামী বিবেকানন্দের দীৰাগুরব কে?

খ. 'জীবসেবাই ঈশ্বরসেবা'– ব্যাখ্যা কর।

গ. অনিমেষের কার্যাবলি স্বামী বিবেকানন্দের কোন শিৰার সাথে মিল রয়েছে–ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'সৎচিন্তা ও কাজের দ্বারা মানুষের মধ্যে একাত্মতা গড়ে তোলা সম্ভব'– কথাটি স্বামী বিবেকানন্দের শিৰার প্রতিফলন – মূল্যায়ন কর।

▸◂ ২নং প্রশ্নের উত্তর ▸◂

ক. স্বামী বিবেকানন্দের দীক্ষাগুরু হলেন শ্রীরামকৃষ্ণ।

খ. স্বামী বিবেকানন্দের বাণী অনুসারে জীবসেবাই ঈশ্বরসেবা। কারণ ঈশ্বর তার সৃষ্টি জীবের মধ্যে জীবাত্মারূ পে অবস্থান করেন। তিনি জীবের রূ পে আমাদের সাথেই থাকেন। তাই জীবের সেবা করতে পারলে ঈশ্বরেই সেবা করা হয়। যেমন : অসুস্থ রোগীর সেবা করলে ঈশ্বরেরই সেবা করা হয়।

গ. অনিমেষের কার্যাবলি স্বামী বিবেকানন্দের যে শিক্ষার সাথে মিল রয়েছে তা হলো– জীব ও জগতের মঙ্গল সাধন।

স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৭ সালে ভারতবর্ষে ফিরে এসে মানুষের দুঃখ–দুর্দশা দূর করতে সেবাধর্মের প্রচার করেন। এ লৰ্যে তিনি রামকৃষ্ণ মঠ স্থাপন করেন গুরবদেবের আদর্শ প্রচারের জন্য। পৃথিবীব্যাপী এই মঠ ও মিশনের মাধ্যমে শত শত মানুষকে সেবা প্রদান করা হচ্ছে। সেবার মধ্যে রয়েছে শিৰা, চিকিৎসা, আপদকালীন সাহায্য প্রদান ইত্যাদি।

উদ্দীপকে আমরা দেখি যে, অনিমেষ পাড়ার অন্য ছেলেদের নিয়ে সমিতি গঠন করে নানা প্রকার সমাজসেবামূলক কর্মকান্ডের অংশ হিসেবে কুটিরশিল্প নির্মাণ করেন। শিৰা বিস্তারের লৰ্যে পাঠশালা নির্মাণ এবং নামসংকীর্তনের জন্য ধর্মসভার আয়োজন করেন। তাই বলা যায় যে, অনিমেষের কার্যাবলি স্বামী বিবেকানন্দের জীব ও জগতের মঙ্গল সাধন শিৰার সাথে মিল রয়েছে।

ঘ. 'সৎচিন্তা ও কাজের দ্বারা মানুষের মধ্যে একাত্মতা গড়ে তোলা সম্ভব'–কথাটি তাৎপর্য বিচারে যথাযথ। কেননা স্বামী

বিবেকানন্দের মতে, সবধর্মের ভিত্তি এক এবং তা হলো সত্য। সত্যই ধর্ম। পরোপকার, স্বাধীনতা এগুলো ধর্মের অঙ্গ।

উদ্দীপকেও আমরা দেখি যে, উদ্যমী ও প্রাণবন্ত যুবক অনিমেষ পাড়ার যুব সমাজকে নিয়ে সমিতি গড়ে তোলে। সমিতির উদ্যোগে তারা কুটির শিল্প, পাঠশালা, ধর্মসভা ইত্যাদি সামাজিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে। সৎচিন্তা ও কাজ হলো নিজের পাশাপাশি অন্যের মঙ্গালের চিন্তা করা। অন্যের ক্ষতি না করা। এ ধরনের চিন্তা সমাজের সকলের মাঝে বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব গড়ে তোলে। সকলের মাঝে একাত্মতা গড়ে তোলে। সকলে পরোপকারী হতে শেখায়। ব্যক্তি সহিষ্ণুতা অনুশীলন করতে পারে। এতে সমাজে শান্তি বিরাজ করে। অশান্তি, হানাহানি দূর হয়ে যায়। সকলে নৈতিক জীবনযাপন করে। অন্যায়কারীরা অন্যায় করতে পারে না। সকলে সৎ পথে জীবনযাপন করে। সবার সাথে একাত্মতা গড়ে ওঠে। যা স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষার যথার্থ প্রতিফলন।

প্রশ্ন –৩ ▸ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

দুর্গাপুর গ্রামে স্বপন নামের একটি ছেলে ছিল। তার মামা তাকে হত্যা করার জন্য বহু চেষ্টা করেও সফল হয়নি। স্বপন তার বন্ধুদের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে উপকার ও নানা বিপদ থেকে ৰৰা করত। তার মামা কখনই চায় নি সে বেঁচে থাকুক। কিন্তু তার বেঁচে থাকা সাধারণ মানুষের জন্য মঙ্গালকর ছিল। এখানেই ভালো আর মন্দের পার্থক্য বিরাজমান। [পাঠ–১, ২ ও ৩]

ক. অঘাসুর কে? ১

খ. স্বামী বিবেকানন্দ ধর্মসভায় বক্তৃতা দিয়েছিলেন কেন? ২

গ. উদ্দীপকের স্বপনের জীবন কার সাথে মিলে যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের সপনের মাঝে যে মনীষীর গুণাবলি বিদ্যমান সে মনীষীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বিশেৱষণ কর। ৪

▸◂ ৩নং প্রশ্নের উত্তর ▸◂

ক. অঘাসুর হলেন পূতনা রাৰসীর ভাই।

খ. স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দুধর্মের চিরায়ত সত্যকে প্রচার করার জন্য ধর্মসভায় বক্তৃতা দিয়েছিলেন।

তিনি বক্তৃতায় বলেছিলেন, হিন্দুধর্ম পৃথিবীর সকল ধর্মকে সমান সত্য মনে করে এবং সকল ধর্মের লৰ্য এক ঈশ্বর লাভ। এ সত্যকে প্রকাশ করার জন্যই স্বামী বিবেকানন্দ ধর্ম সভায় বক্তৃতা দিয়েছিলেন।

গ. উদ্দীপকের স্বপনের জীবন শ্রীকৃষ্ণের সাথে মিলে যায়।

আমরা জানি, কংস ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মামা। শৈশবকালে কংস শ্রীকৃষ্ণের প্রাণনাশের জন্য বার বার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তিনি সফল হয়নি। কংস একে একে বৎসাসুর, বকাসুর ও অঘাসুরকে প্রেরণ করে ব্যর্থ হয়েছিলেন।

উদ্দীপকেও আমরা দেখি যে, স্বপনকে তার মামা তাকে বহু বার হত্যা করে ব্যর্থ হয়।সে তার বন্ধুদের নানা রকম উপকার করে। সে বন্ধুদের বিভিন্ন বিপদের হাত থেকে বাঁচাতো। শ্রীকৃষ্ণ তার শৈশব থেকেই বন্ধুদের তথা গোটা গোকুলবাসীদের ৰৰা করেছেন। তাই বলা যায় যে, উদ্দীপকের স্বপনের জীবন শ্রীকৃষ্ণের সাথে মিলে যায়।

ঘ. স্বপনের মাঝে যে চারিত্রিক গুণাবলির বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে তা স্বয়ং ভগবানের অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণেরই গুণাবলির সামান্য প্রকাশ।

স্বয়ং ভগবানের গুণাবলি বর্ণনাতীত। কেননা তিনি সর্বগুণে গুণান্বিত। তিনি যেমন সাহসী, তেমনি দুরন্ত, তেমনি প্রেমলীলার মূর্ত প্রতীক। মথুরার রাজা কংস তাকে হত্যা করার চেষ্টা করলে তখন তিনি বৎসাসুর, বকাসুর, অঘাসুরকে এমনভাবে দমন করেছিলেন এবং সকল গোপবালকদের ৰৰা করেছিলেন। এতে তার চরম সাহসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়।

উদ্দীপকেও আমরা দেখি যে, শ্রীকৃষ্ণের মতোই সপন তার বন্ধুদের বিভিন্নভাবে উপকার ও নানা বিপদ থেকে রৰা করে।

ভগবান তার সৃষ্টিকে ভালোবাসেন। দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালনের জন্য তিনি অবতাররূ পে জন্মগ্রহণ করেন। ভগবান হলেও তিনি মানুষের মতো আচরণ করেন। সকলের মঙ্গালের জন্য সকল অসম্ভবকে সম্ভব করেন তিনি। যেমন কালীয় দমনের মধ্য দিয়ে বিষাক্ত জলকে সুপেয় করে তোলার মধ্য দিয়ে জনগণের উপকার করেছেন এবং কালীয়কে ৰমা করে শ্রীকৃষ্ণ ৰমার আদর্শ স্থাপন করেছেন। তাই আমাদের প্রত্যেকেরই কর্তব্য তাকে ভক্তি–শ্রদ্ধা করা।

প্রশ্ন –৪ ▸ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

জয়ফল সংসারধর্ম ত্যাগ করে নাম প্রচার শুরব করেন। প্রভুর নামকেই তিনি আপন করেন। তিনি কোনো ভেদাভেদ মানেননি। তাই তিনি জাতিভেদের বিরবদ্ধে কথা বলেন এবং একজন মহাপুরবষের নীতিশিৰা মেনে চলেন। [পাঠ–৪, ৫ ও ৬]

ক. কে শ্রীকৃষ্ণকে হত্যার চেষ্টা করেন? ১

খ. অঘাসুরের পরিচয় দাও। ২

গ. উদ্দীপকে জয়ফলের সাথে কোন মনীষীর মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর উক্ত মনীষীর নীতিশিৰার গুরবত্ব ব্যবহারিক জীবনের জন্য অপরিসীম? মতামত দাও। ৪

▸◂ ৪নং প্রশ্নের উত্তর ▸◂

ক. মথুরার অত্যাচারী রাজা কংস শ্রীকৃষ্ণকে হত্যা করার চেষ্টা করেন।

খ. অঘাসুর পূতনা রাৰসীর ভাই।

শ্রীকৃষ্ণ শৈশবে পূতনা রাৰসীকে হত্যা করেন। বোনের হত্যার প্রতিশোধ নিতে এবং কংসের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি অজগররূ পে শ্রীকৃষ্ণকে হত্যা করতে যান। পরবর্তীতে তিনি শ্রীকৃষ্ণের হাতে মৃত্যুবরণ করেন।

গ. উদ্দীপকে জয়ফলের সাথে মনীষী শ্রীচৈতন্যের মিল রয়েছে।

আমরা জানি, শ্রীচৈতন্য ঈশ্বরপুরীর নিকট কৃষ্ণনামের দীৰা নেন। তারপর অনুসারীদের নিয়ে বাড়ি বাড়ি কৃষ্ণনাম প্রচার করেন। তাঁর প্রেমভক্তির ধর্মে উচ্চ নীচ, বর্ণভেদ ও অস্পৃশ্যতার কোনো স্থান ছিল না। তিনি মানুষে মানুষে কোনো ভেদাভেদ মানতেন না।

উদ্দীপকেও আমরা তাই দেখি যে, জয়ফল সংসারধর্ম ত্যাগ করে নাম প্রচার করেন এবং প্রভুর নামকেই আপন করে নেন। জয়ফল কোনো ভেদাভেদ না মেনে জাতিভেদের বিরবদ্ধে কথা বলেন। তাই বলা যায় যে, উদ্দীপকে জয়ফলের সাথে মনীষী শ্রীচৈতন্যের মিল রয়েছে।

ঘ. আমি মনে করি মনীষী শ্রীচৈতন্যের নীতিশিৰার গুরবত্ব ব্যবহারিক জীবনের জন্য অপরিসীম।

শ্রীচৈতন্য পন্ডিত হলেও তার নীতি ছিল পান্ডিত্যের অহংকার করা যাবে না, সর্বদা বিনয়ী থাকতে হবে। কেউ খারাপ আচরণ করলেও বিনিময়ে ভালো ব্যবহার দ্বারা তাকে জয় করতে হবে। মানুষে

মানুষে কোনো ভেদাভেদ করা চলবে না। সবাইকে কৃষ্ণজ্ঞানে সম্মান করতে হবে। সমাজের কাউকে ঘৃণা করা যাবে না। মানুষ হিসেবে সবাই সমান। সবাইকে সেভাবেই দেখতে হবে। তবেই সমাজ সুখী হবে। শ্রীচৈতন্যের এ নীতি মেনে চললে সমাজ সুন্দর হয়ে উঠবে।

উদ্দীপকেও আমরা তাই দেখতে পাই যে, জয়ফল সংসারধর্ম ত্যাগ করে কৃষ্ণনাম করেন। জাতিভেদ না মেনে সবার সাথে মিলে মিশে চলেন। এ যেন শ্রীচৈতন্যের নীতিশিৰা। আর এ শিৰায় মানুষ হিসেবে সবাই কমান। এতে সমাজের সবাই সুখী হতে পারবে। সমাজটা ও সুন্দর হয়ে উঠবে।

তাই বলা যায় যে, শ্রীচৈতন্যের নীতিশিৰা ব্যবহারিক জীবনের জন্য অপরিসীম।

প্রশ্ন –৫ ▸ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

বিষ্ণুপদ একজন মহাপুরবষের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, যিনি সাধনার দ্বারা মা কালীকে কন্যারূ পে দর্শন করেছেন। বিষ্ণুপদ তাই একনিষ্ঠভাবে মায়ের আরাধনা করতেন। তিনি মনে করতেন, একনিষ্ঠ সাধনার মায়ের দর্শন লাভ করা যায়। **[পাঠ–৭, ৮ ও ৯]**

ক. প্রভু জগদ্বন্ধুর পিতা কে ছিলেন? ১

খ. স্বামী বিবেকানন্দের নামকরণ কীভাবে হয়? ২

গ. উদ্দীপকে উলিৱখিত বিষ্ণুপদ কোন মহাপুরবষের দ্বারা অনুপ্রাণিত ছিলেন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "একনিষ্ঠ সাধনায় মায়ের দর্শন লাভ করা যায়।"– উক্তিটির তাৎপর্য বিশেৱষণ কর। ৪

▸◂ ৫নং প্রশ্নের উত্তর ▸◂

ক. প্রভু জগদ্বন্ধুর পিতা ছিলেন ন্যায়রত্ন দীননাথ চক্রবর্তী।

খ. শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট ত্যাগের মন্ত্রে দীৰিত হয়ে নরেন্দ্রনাথ গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী হলে নাম হয়–স্বামী বিবেকানন্দ।

সাধন শ্রীরামকৃষ্ণের সাদাসিধে কথা ও আচরণে নরেন্দ্রনাথ মুগ্ধ হন। একটা ভক্তির ভাব জেগে ওঠে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট ত্যাগের মন্ত্রে দীৰিত হন। নরেন্দ্রনাথ গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী হন। তখন তার নাম হয় বিবেকানন্দ।

গ. উদ্দীপকে উলিৱখিত বিষ্ণুপদ সাধক রামপ্রসাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত ছিলেন।

রামপ্রসাদ কালী মায়ের সাধনা করতেন। তাঁর ধ্যান–জ্ঞান ছিল কালী। রামপ্রসাদ কালীর আরাধনা করেছেন একনিষ্ঠভাবে। রামপ্রসাদের মতে, মা হচ্ছেন সন্তানের কাছে সবচেয়ে আপন। তিনি মাতৃসাধনা করতেন স্বরচিত শ্যামাসংগীতের মাধ্যমে। তিনি এর মাধ্যমে যেমন ঈশ্বর সাধনা করতেন তেমনি জন্মদাত্রী মায়ের প্রতিও শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করতেন।

উদ্দীপকেও আমরা দেখি যে, বিষ্ণুপদ একজন মহাপুরবষের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে মা কালীকে আরাধনা করেন। সেই মহাপুরবষ রামপ্রসাদ। তার একনিষ্ঠতার মা তাকে দর্শন দিয়েছিলেন। বিষ্ণুপদও মনে করেন। রামপ্রসাদের মতো একনিষ্ঠভাবে সাধনা করলে মায়ের দর্শন লাভ করা যাবে।

ঘ. "একনিষ্ঠ সাধনায় মায়ের দর্শন লাভ করা যায়" প্রশ্নে উলিৱখিত উক্তিটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ রামপ্রসাদ মায়ের একনিষ্ঠ সাধক ছিলেন।

একনিষ্ঠার দ্বারা তিনি মায়ের দর্শন লাভ করেছেন। রামপ্রসাদের সংসারে ছিল না। তিনি সারাৰণ মাতৃ আরাধনায় নিমগ্ন থাকতেন। তিনি হাতে কাজ করতেন, মুখে শ্যামা মায়ের নাম নিতেন।

উদ্দীপকেও দেখা যায় যে, বিষ্ণুপদ একনিষ্ঠভাবে মায়ের আরাধনার মাধ্যমে মায়ের দর্শনের জন্য চেষ্টা করতে থাকেন। তিনি সাধক রামপ্রসাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন।

রামপ্রসাদ একনিষ্ঠভাবে সাধনা করতে থাকেন। রাতদিন তিনি শুধু মায়ের চিন্তাতেই মগ্ন থাকেন। রামপ্রসাদের একনিষ্ঠ এই সাধনায় একদিন মা এসে দেখা দেন। তাই বলা যায়, 'একনিষ্ঠ সাধনার মায়ের দর্শন লাভ করা সম্ভব' বিষ্ণুপদর এই উক্তিটি যথার্থ।

প্রশ্ন –৬ ▸ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

চৈতিদেবীর সবাইকে পর ভাবেন। ঈশ্বরচিন্তা তাকে কখনো ভাবায় না। তাই তার গুরব এক সাধিকার জীবনানুসারে তার নীতিশিৰাগুলো তাকে বুঝিয়ে বলেন। সাধিকার নীতির দ্বারা চৈতিদেবী অনুপ্রাণিত হন। সংসারে থেকেও তিনি তার জীবনধারায় পরিবর্তন আনেন। ঈশ্বরলাভে মনোনিবেশ করেন। **[পাঠ–১০, ১১ ও ১২]**

ক. বিবেকানন্দের প্রকৃত নাম কী? ১

খ. নিমাই কীভাবে নাম প্রচার করতেন? ২

গ. উদ্দীপকে উলিৱখিত চৈতিদেবীর জীবনাচরণ কার জীবনাচরণের দ্বারা পরিবর্তন হয়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উলিৱখিত সাধিকার নীতিগুলো পাঠ্য বইয়ের আলোকে আলোচনা কর। ৪

▸◂ ৬নং প্রশ্নের উত্তর ▸◂

ক. বিবেকানন্দের প্রকৃত নাম নরেন্দ্রনাথ।

খ. নিমাই পার্ষদদের সাথে নিয়ে পথে–পথে, বাড়ি–বাড়ি নামপ্রচার করতেন। কির্তনে বাধা দিতে আসা সকল মানুষকে তিনি আপন করে নিতেন। তার প্রেমভক্তির গুণে সবাই নিজের ভুল বুঝতে পেরেছিলেন। সবাই তার প্রেমভক্তি ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হন।

গ. উদ্দীপকে উলিৱখিত চৈতিদেবীর জীবনাচরণ সারদা দেবীর জীবনাচরণের দ্বারা পরিবর্তন হয়।

আমরা জানি, সারদা দেবীকে তার স্বামী শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনের কর্তব্য ও ঈশ্বর সম্পর্কে কিছু উপদেশ দেন। এরপর সারদা দেবী সংসারে থেকেও ঈশ্বরের লাভের জন্য কঠোর সাধনা শুরব করেন। তার ছিল বিপুল সহ্যশক্তি। তিনি আর সাধারণ মানুষের মতো আচরণ না করে স্বামীকে ঈশ্বর সাধনার সহায়তা করেন।

উদ্দীপকে আমরা দেখি যে, চৈতিদেবী সহ্যগুণহীন ছিলেন। ঈশ্বরচিন্তা না থাকলে কেউ কাউকে আপন করে নিতে পারেন না। সবাইকে আপন করে না নিতে পারলে মানুষের সহ্যগুণ থাকে না। তার গুরব তার এ অবস্থায় তাকে সারদা দেবীর জীবন থেকে কিছু উপদেশ দেন, যা চৈতিদেবীকে ঈশ্বর সাধনায় সাহায্য করে। তার জীবন থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে চৈতিদেবী ঈশ্বরের পথের পথিক হয়েছিলেন।

ঘ. উদ্দীপকে উলিৱখিত সাধিকা হলেন সারদা দেবী তিনি যে নীতিশিৰাগুলো দিয়ে গেছেন তা মানবজীবনের জন্য অতি প্রয়োজনীয়। কারণ, সারদা দেবী বলেছেন, ত্যাগ না করলে বড় কিছু হওয়া যায় না। সারদা দেবীর ত্যাগের কারণেই গদাধর

শ্রীরামকৃষ্ণ হতে পেরেছিলেন। যারা শুধু সংসারে আবদ্ধ থাকে, তারা জগতের জন্য কিছু করতে পারে না।

উদ্দীপকেও দেখা যায় যে, চৈতিদেবী গুরবর উপদেশ মতো চলার সিদ্ধান্ত নেন বলে তার জীবন পরিবর্তিত হয়। গুরব তাকে শ্রীমা সারদা দেবীর জীবন থেকে উপদেশ দেন। তার নীতি শোনান। সারদা দেবীর নীতিগুলো চৈতিদেবীর মনে দাগ কাটে। তার মতে মানুষের মধ্যে সহ্যগুণ থাকতে হবে। মানুষ অসহিষ্ণু হলে সমাজে শান্তি আসবে না। কেবল অন্যের দোষ না দেখে নিজের দোষ দেখতে হবে। তবেই জগৎকে ভালোবাসা যাবে। জগতের সকলকে আপন করা যাবে। সাধন–ভজন প্রথম বয়সেই করতে হবে। শরীর সুস্থ থাকে প্রথম বয়সে। দুর্বল শরীরে কোনো কাজই হয় না। সারদা দেবীর এ শিৰা চৈতি জীবনাচরণে প্রভাব ফেলে এবং তিনি ঈশ্বরলাভে মন দেন।

প্রশ্ন –৭ ▸ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

সুভাষ নিজের চোখে মানুষের অবস্থা দেখার জন্য বেরিয়ে পড়েন দেশের পথে পথে। তিনি চারদিকে দারিদ্র্য, অশিৰা দেখে খুব কষ্ট পেলেন। এ থেকে পরিত্রাণের পথ খুঁজতে লাগলেন। তিনি সত্য ধর্মপ্রচার করতে লাগলেন। নিজেদের মধ্যে বিভেদ ভুলে যেতে বলেন তিনি। "সত্যই সকল ধর্মের ভিত্তি।"–তা প্রচার করতে থাকেন।

[পাঠ–১৩, ১৪, ১৫ ও ১৬]

ক. রামপ্রসাদ কে? ১

খ. মহানাম সম্প্রদায় কীভাবে গড়ে উঠেছে? ২

গ. উদ্দীপকের সুভাষের জীবন কোন মনীষীর জীবনের প্রতিচ্ছবি? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'সত্যই সকল ধর্মের ভিত্তি।' –উক্তিটির তাৎপর্য বিশেৱষণ কর। ৪

▸◂ ৭নং প্রশ্নের উত্তর ▸◂

ক. রামপ্রসাদ ছিলেন কালী মায়ের সাধক।

খ. প্রভু জগদ্বন্ধু বাগদী সর্দার রজনীকে দুঃখ ঘোচানোর উপায় হিসেবে হরিনামের আদেশ দেন।

জগদ্বন্ধু তার নাম বদলে রাখেন, হরিদাস মোহান্ত। তিনি অল্পদিনে প্রসিদ্ধ পদকীর্তনীয়া হয়ে ওঠেন। তারা ফরিদপুর, বরিশাল, যশোর প্রভৃতি জেলায় হরিনাম কীর্তনের এক অদ্ভুত সাড়া ফেলেন। প্রভুর হরিনাম কীর্তনের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে মহানাম সম্প্রদায়।

গ. উদ্দীপকের সুভাষের জীবন স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের প্রতিচ্ছবি।

আমরা জানি, বিবেকানন্দ সারা ভারতবর্ষ ঘোরেন সারাদেশের দারিদ্র্য অশিৰা কুশিৰা ও হীন অবস্থা থেকে শুক্তির জন্য তিনি সাধীনতার কথা বলেন। সমস্ত কুসংস্কার পরিত্যাগ করতে বলেন তিনি। দেশের সব মানুষকে বিভেদ ভুলে এক হতে বলেন। তিনি বলেন, শক্তি ও সাহসিকতাই ধর্ম। দুর্বলতা ও কাপুরবষতাই পাপ। স্বাধীনতাই ধর্ম, পরাধীনতাই পাপ।

উদ্দীপকেও আমরা দেখি যে, সুভাষ মানুষের বাস্তব অবস্থা দেখার উদ্দেশ্যে দেশে দেশে ঘুরে বেড়ান। তিনি মানুষের জীবনের দুঃখ–কষ্ট দেখেন। তাদের জীবনের শিৰার অভাব তাকে কষ্ট দেয়। এর পরিত্রাণ তাঁকে ভাবিয়ে তোলে। তিনি স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে অনুপ্রাণিত হন। তাই বলা যায় যে, শুভাষের জীবন স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের প্রতিচ্ছবি।

ঘ. সত্যই সকল ধর্মের ভিত্তি এ উক্তিটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এই বিশ্বাসের মধ্যে দিয়েই তিনি হিন্দুধর্মকে বিশ্বদরবারে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। বলেছিলেন সব বিভেদ ভুলে সর্বধর্ম সমন্বয়ের কথা। বলেছিলেন সব মানুষের সমতার কথা। তিনি বলেন, পৃথিবীর সকল মানুষ এক জাতি। ধর্ম তাদের পৃথক পৃথক হতে পারে। তবে সব ধর্মেরই ভিত্তি এক এবং তা হলো হলো ঈশ্বর ও জগতের কল্যাণ। নদীসমূহ যেমন এক সাগরে গিয়ে মিলিত হয়। তেমনি সকল ধর্ম এক লৰ্যে গিয়ে মিলিত হয় ঈশ্বরলাভে। তাই বিবাদ নয়, বিনাশ নয়, মতবিরোধ নয়, চাই সহায়তা, পরস্পরের ভাব গ্রহণ, সমন্বয় ও শান্তি। এভাবে তিনি সমাজের মানুষে মানুষে বিভেদ ঘুচিয়ে এক সুখী সুন্দর সমাজ গড়তে চেয়েছিলেন।

উদ্দীপকের সুভাষ ও বিবেকানন্দের এই সকল মত দ্বারা অনুপ্রাণিত হন এবং মতানৈক্য ও বিভেদ ঘুচিয়ে দেশ ও জগতের কল্যাণে বলেন– সত্যই সকল ধর্মের ভিত্তি। আর এই সমন্বয়ের মাধ্যমে সমৃদ্ধি ও কল্যাণ আনয়ন সম্ভব। তাই উপরিউক্ত উক্তিটি বিশেষ তাৎপর্য বহন করে।

◘ জ্ঞানমূলক

প্রশ্ন ॥ ১ ॥ কে শ্রীকৃষ্ণকে হত্যা করতে চেষ্টা করেছিলেন?
উত্তর : মথুরার আত্যাচারী রাজা কংস।

প্রশ্ন ॥ ২ ॥ কে দাবাগ্নি পান করেছিলেন?
উত্তর : শ্রীকৃষ্ণ দাবাগ্নি পান করেছিলেন।

প্রশ্ন ॥ ৩ ॥ কে গোপবালকদের দলপতি হন?
উত্তর : গোপবালকদের দলপতি হন কৃষ্ণ।

প্রশ্ন ॥ ৪ ॥ শ্রীকৃষ্ণ গোকুল ছেড়ে কোথায় যান?
উত্তর : শ্রীকৃষ্ণ গোকুল ছেড়ে বৃন্দাবন যান।

প্রশ্ন ॥ ৫ ॥ কে বাছুরের রূপ ধারণ করেছিল?
উত্তর : বৎসাসুর বাছুরের রূ প ধারণ করেছিল।

প্রশ্ন ॥ ৬ ॥ গোপবালকরা কোথায় খেলছিল?
উত্তর : যমুনা নদীর তীরে বালকরা খেলছিল।

প্রশ্ন ॥ ৭ ॥ গোপবালকরা নদীর তীরে কী দেখতে পেল?
উত্তর : গোপবালকরা নদীর তীরে প্রকাণ্ড এক বক পাখি দেখতে পেল।

প্রশ্ন ॥ ৮ ॥ শ্রীচৈতন্য কত সালে জন্মগ্রহণ করেন?
উত্তর : ১৪৫৬ খ্রিস্টাব্দের ১৮ ফেব্রুয়ারি শ্রীচৈতন্য জন্মগ্রহণ করেন।

প্রশ্ন ॥ ৯ ॥ শ্রীচৈতন্য কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উত্তর : শ্রীচৈতন্য ভারতের পশ্চিবঙ্গের নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন।

প্রশ্ন ॥ ১০ ॥ শ্রীচৈতন্যের পিতামাতার নাম কী?
উত্তর : শ্রীচৈতন্যের পিতার নাম জগন্নাথ মিশ্র ও মাতার নাম শচীদেবী।

প্রশ্ন ॥ ১১ ॥ জগন্নাথ মিশ্রের পৈতৃক নিবাস কোথায়?
উত্তর : জগন্নাথ মিশ্রের পৈতৃক নিবাস বাংলাদেশের শ্রীহট্টের (বর্তমান সিলেট) ঢাকা দক্ষিণ গ্রামে।

প্রশ্ন ॥ ১২ ॥ শচীদেবীর পিতার নাম কী?
উত্তর : নীলাম্বর চক্রবর্তী।

প্রশ্ন ॥ ১৩ ॥ জগন্নাথ মিশ্রের কয় ছেলে?
উত্তর : দুই ছেলে– বিশ্বরূ প ও নিমাই।
প্রশ্ন ॥ ১৪ ॥ নিমাই পরবর্তীকালে কী নামে খ্যাত হন?
উত্তর : শ্রীচৈতন্য বা চৈতন্যদেব নামে খ্যাত হন।
প্রশ্ন ॥ ১৫ ॥ শ্রীচৈতন্যের প্রথম স্ত্রীর নাম কী?
উত্তর : শ্রীচৈতন্যের প্রথম স্ত্রীর নাম লক্ষ্মীদেবী।
প্রশ্ন ॥ ১৬ ॥ কার কাছে শ্রীচৈতন্য কৃষ্ণনামে দীক্ষা নেন?
উত্তর : শ্রীচৈতন্য ঈশ্বরপুরীর নিকট কৃষ্ণনামে দীক্ষা নেন।
প্রশ্ন ॥ ১৭ ॥ স্বামী বিবেকানন্দ কত সালে জন্মগ্রহণ করেন?
উত্তর : ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দ ১২ জানুয়ারি।
প্রশ্ন ॥ ১৮ ॥ স্বামী বিবেকানন্দের পিতার নাম কী?
উত্তর : স্বামী বিবেকানন্দের পিতার নাম বিশ্বনাথ দত্ত।
প্রশ্ন ॥ ১৯ ॥ বিবেকানন্দের মাতার নাম কী?
উত্তর : বিবেকানন্দের মাতার নাম ভুবনেশ্বরী দেবী।
প্রশ্ন ॥ ২০ ॥ বিবেকানন্দ কত বছর বেঁচেছিলেন?
উত্তর : ৩৯ বছর ৫ মাস।
প্রশ্ন ॥ ২১ ॥ স্বামী বিবেকানন্দ কাদের ভালোবাসতেন?
উত্তর : গরিব ও দরিদ্রদের।
প্রশ্ন ॥ ২২ ॥ স্বামী বিবেকানন্দের গুরু কে?
উত্তর : সাধক শ্রীরামকৃষ্ণ।
প্রশ্ন ॥ ২৩ ॥ সারদা দেবী কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উত্তর : পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলার জয়রামবাটী গ্রামে ।
প্রশ্ন ॥ ২৪ ॥ সারদা দেবীর স্বামীর নাম কী?
উত্তর : সারদা দেবীর স্বামীর নাম গদাধর।
প্রশ্ন ॥ ২৫ ॥ সারদা দেবী কত সালে জন্ম নেন?
উত্তর : ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে।
প্রশ্ন ॥ ২৬ ॥ সারদা দেবীর পিতার নাম কী?
উত্তর : সারদা দেবীর পিতার নাম রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
প্রশ্ন ॥ ২৭ ॥ সারদা দেবীর একটি উপদেশ লেখ।
উত্তর : পৃথিবীর মতো সহ্যগুণ চাই।
প্রশ্ন ॥ ২৮ ॥ গদাধর কে ছিলেন?
উত্তর : গদাধর ছিলেন বিখ্যাত সাধক শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব।
প্রশ্ন ॥ ২৯ ॥ রামপ্রসাদ কার সাধনা করতেন
উত্তর : রামপ্রসাদ শ্যামা মায়ের সাধনা করতেন।
প্রশ্ন ॥ ৩০ ॥ রামপ্রসাদের পিতা ও মাতার নাম কী?
উত্তর : পিতার নাম রামরাম সেন এবং মাতার নাম সর্বেশ্বরী দেবী।
প্রশ্ন ॥ ৩১ ॥ রামপ্রসাদ কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উত্তর : পশ্চিমবঙ্গের গঙ্গাতীরে হালিশহর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।
প্রশ্ন ॥ ৩২ ॥ কত বছর বয়সে রামপ্রসাদের কবিত্ব শক্তির প্রকাশ ঘটে?
উত্তর : ষোলো বছর বয়সে।
প্রশ্ন ॥ ৩৩ ॥ রামপ্রসাদের স্ত্রীর নাম কী?
উত্তর : রামপ্রসাদের স্ত্রীর নাম শর্বাণী দেবী।

অনুধাবনমূলক ----------//

প্রশ্ন ॥ ১ ॥ শ্রীকৃষ্ণ কীভাবে বকাসুরকে বধ করলেন? আলোচনা কর।
উত্তর : ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বকাসুরের ঠোঁট বিদীর্ণ করে দিয়ে তাকে বধ করেন।
একদিন গোপ বালকরা যমুনা নদীর তীরে খেলছিল। শ্রীকৃষ্ণ তাদের সাথে ছিলেন। গোপ বালকরা নদীর তীরে প্রকাণ্ড এক বক পাখি দেখতে পেল। কৃষ্ণ তার নিকট যেতেই বকাসুর তাকে গ্রাস করতে এগিয়ে এল। কৃষ্ণ তখন তার বিরাট ঠোঁট দুটো ধরে বিদীর্ণ করে ফেললেন। এতে বকাসুর মারা গেল।
প্রশ্ন ॥ ২ ॥ কালীয় নাগ কী অপরাধ করেছিল?
উত্তর : কালীয় নাগ তার বিষ দ্বারা কালিন্দীর জল দূষিত করে ফেলেছিল। বিষাক্ত কালীয় নাগ বাস করত কালিন্দীর জলে। কালীয় নাগের বিষ বিষাক্ত করে ফেলেছিল সমস্ত জল। এর বিষাক্ত জল খেয়েই ধেনুগুলো এবং রাখাল মারা যেত।
প্রশ্ন ॥ ৩ ॥ শ্রীচৈতন্যের জীবনী থেকে আমরা কী শিক্ষা পাই?
উত্তর : শ্রীচৈতন্যের জীবনী থেকে আমরা যে নৈতিক শিক্ষা পাই তা হলো, পাণ্ডিত্যের অহংকার করা যাবে না, সবসময় বিনয়ী থাকতে হবে। মানুষে মানুষে কোনো ভেদাভেদ করা চলবে না, সবাইকে কৃষ্ণজ্ঞানে সম্মান দিতে হবে। মানুষ হিসেবে সবাই সমান, সবাইকে সেইভাবে দেখতে হবে। তবেই সমাজের সবাই সুখী হতে পারবে এবং সমাজটাও সুন্দর হয়ে উঠবে। এভাবেই শ্রীচৈতন্যের জীবনী থেকে আমরা শিক্ষা পেয়ে থাকি।
প্রশ্ন ॥ ৪ ॥ কীভাবে নরেন্দ্রনাথের নাম বিকেকানন্দ।
উত্তর : সন্যাস গ্রহণের পর নরেন্দ্রনাথের নাম বিবেকানন্দ হয়।
সাদাসিধে সাধু শ্রীরামকৃষ্ণকে নরেন্দ্রনাথের ভালো লাগে। তার প্রতি কেমন যেন একটা ভক্তির ভাব জেগে ওঠে। তাই তিনি নিয়মিত দবিণেশ্বরে যাতায়াত শুরব করেন। এক সময় শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট ত্যাগের মন্ত্রে দীৰা নেন। নরেন্দ্রনাথ হন গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী। তখন তার নাম হয় বিবেকানন্দ। পরবর্তীকালে ভক্তরা তাকে স্বামী বিবেকানন্দ বা শুধু স্বামীজী বলেই ডাকতেন।
প্রশ্ন ॥ ৫ ॥ কীভাবে সারা আমেরিকায় বিবেকানন্দের নাম ছড়িয়ে পড়ে?
উত্তর : শিকাগো ধর্মসভায় বক্তৃতা দেওয়ার পর স্বামীজির নাম আমেরিকায় ছড়িয়ে পড়ে।
বিবেকানন্দ ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকা যান। সেখানে শিকাগো শহরে অনুষ্ঠিত বিশ্বধর্ম সম্মেলনে তিনি বক্তৃতা দেন। বিবেকানন্দ তাঁর বক্তৃতায় বলেন, 'হিন্দুধর্ম পৃথিবীর সকল ধর্মকে সমান সত্য মনে করে, সব ধর্মেরই লক্ষ্য এক–ঈশ্বর লাভ। তাই বিবাদ নয়, সহায়তা; বিনাশ নয়, পরস্পরের ভাবগ্রহণ; মতবিরোধ নয়, সমন্বয় ও শান্তি। ধর্মসভায় এ বক্তৃতার পর সারা আমেরিকায় বিবেকানন্দের নাম ছড়িয়ে পড়ে।
প্রশ্ন ॥ ৬ ॥ কীভাবে সারদা দেবীর নতুন পরিচয় হয়?
উত্তর : দক্ষিণেশ্বরে এসে সারদা দেবী স্বামীর সেবাযত্নে মনপ্রাণ ঢেলে দেন। স্বামীর সাধনায় যাতে কোনোরকম বিঘ্ন না ঘটে, সে ব্যাপারে তিনি ছিলেন সতত যত্নশীল। তিনি নিজেও স্বামীর উপদেশমতো কঠোর সাধনায় মগ্ন হন। সারদা দেবী তার আচার–আচরণ ও সাধন–ভজনের মাধমে শ্রীরামকৃষ্ণের যোগ্য সহধর্মিণী হয়ে ওঠেন। এর ফলে সকলের কাছে 'শ্রীমা' বলে সারদা দেবী নতুন পরিচয়ে পরিচিত হন।